গবেষণা-প্রবন্ধ

বাংলা একাডেমি রেফারেন্স-শৈলী

এক. প্রবন্ধের গঠন

[প্রবন্ধের একটি কাঙ্ক্ষিত গঠন-কাঠামো এখানে উপস্থাপন করা হলো। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের প্রতিটি প্রবন্ধের কাঠামো হুবহু এরকমই হবে এমন নয়, তবে মূল বিষয়গুলো প্রবন্ধে কোনো-না-কোনোভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়।]

১. সার-সংক্ষেপ

প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজিতে কম-বেশি দুশো শব্দের সার-সংক্ষেপ লিখতে হবে। এতে প্রবন্ধের অনুসন্ধেয় বিষয় তথা প্রশ্ন, প্রশ্নের যৌক্তিকতা, গবেষণা-পদ্ধতি, তথ্য ও তত্ত্বের বিশিষ্ট উৎস এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকতে হবে।

২. মুখ্যশব্দ

প্রবন্ধটিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন পাঁচ-ছয়টি মুখ্যশব্দ চিহ্নিত করতে হবে। মুখ্যশব্দগুলো যেন ভাবগত এবং গবেষণা-প্রশ্নের দিক থেকে প্রবন্ধটির পরিচয় বহন করে, সেদিকে নজর রাখা বাঞ্ছনীয়। কেবল প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ আছে বলেই কোনো শব্দকে মুখ্যশব্দ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৩. ভূমিকা

ভূমিকায় গবেষণার বিষয়টিকে ডিসিপ্লিনারি--অর্থাৎ ডিসিপ্লিন বা বিষয়ের যে এলাকায় প্রবন্ধটি লিখিত হচ্ছে, তার পটভূমিতে স্থাপন করা জরুরি। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বাক্য এবং বিশেষণ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার যেন সার-সংক্ষেপ আর ভূমিকা একই রকম হয়ে না ওঠে।

৪. পদ্ধতি ও সাহিত্য-পর্যালোচনা

গবেষণা-পদ্ধতি আর সাহিত্য-পর্যালোচনা খুব পরিচ্ছন্নভাবে উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন। অনেকসময় এ অংশটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো একেবারে আলাদাভাবে পদ্ধতি, গবেষণা-প্রশ্ন, যৌক্তিকতা ইত্যাদি উপস্থাপনের ফলে প্রবন্ধ একদিকে খুবই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট হয়। বর্ণনাশৈলী, পাঠ-উপযোগিতা পুনরাবৃত্তি-রোধ ইত্যাদির দিকে নজর রেখে কোনো-না-কোনোভাবে গবেষণা-পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান উৎস এবং অনুষঙ্গী রচনাপঞ্জির সংশ্লিষ্ট অংশের পরিচয় প্রদান জরুরি।

৫. মূল অংশ

যুক্তি প্রদান ও খণ্ডন, উপাদান ব্যবহার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধারাবাহিক বিবরণী প্রস্তুত।

৬. মূল অংশের পর্যালোচনা ও সমন্বয়

যেসব গবেষণা-প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একরৈখিকভাবে অগ্রসর হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে এ অংশ প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। কিন্তু অনেক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মূল অংশে একাধিক স্তর ও যুক্তি প্রণীত হতে পারে। এমনকি কখনো কখনো সেগুলো পরস্পর প্রতিস্পর্ধীও হতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সমন্বয়মূলক ও বিশ্লেষণমূলক এ অংশ যোগ করা জরুরি।

৭. সিদ্ধান্ত ও উপসংহার

ভূমিকার মতো উপসংহারও হবে বাহুল্য ও অলংকার-বর্জিত। এখানে সিদ্ধান্তগুলো উপস্থাপিত হতে পারে। প্রবন্ধটির যে প্রতিপাদ্য ভূমিকায় বলা হয়েছে, সেগুলো সিদ্ধান্তসূচক ভঙ্গিতে পুনরুল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। পার্থক্য এই যে, যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয়তার সাথে সেগুলো ঘোষণা করা যাবে।

৮. শব্দ-সংখ্যা

শব্দ-সংখ্যা কম-বেশি আট হাজারের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুই. উদ্ধৃতির ব্যবহার

১. উদ্ধৃতির আকার

প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে এবং আধা ইঞ্চি পরিমাণ ডান পাশে সরিয়ে (ইনডেন্ট করে) লিখতে হবে। উদ্ধৃতির শব্দসংখ্যা ২৫-এর নিচে হলে উদ্ধৃতিচিহ্নের মাধ্যমে মূল পাঠের সঙ্গে উদ্ধৃত করতে হবে। পরোক্ষ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও সূত্র উল্লেখ করতে হবে এবং প্রযোজ্য হলে এক্ষেত্রে ভাব-ভাষা আত্তীকরণের (প্যারাফ্রেজিং) নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

২. প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিতে পার্শ্ব-নির্দেশিকার ব্যবহার

মূল লেখায় প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় উৎস-সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করতে হবে। উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে রচনাপঞ্জিতে। কোনো লেখকের লেখা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করতে হবে এভাবে: (মনসুর ২০০২: ২০)। এর দ্বারা বোঝাচ্ছে, আবুল মনসুর আহমদের ২০০২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ২০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। একই বইয়ের একাধিক পৃষ্ঠার রেফারেন্স দিতে হলে লিখতে হবে এভাবে: (মনসুর ২০০২: ২০, ৫৬)। কিন্তু গবেষকের মূল লেখায় লেখকের (যাঁর উদ্ধৃতি) নামের উল্লেখ থাকলে উদ্ধৃতির পর শুধু সাল ও পৃষ্ঠা নম্বর বসবে। যেমন, এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেন, '... ' (১৯৬৩: ২৫)। সাল ও পৃষ্ঠা নম্বর লেখকের নামের পাশেও দেওয়া যেতে পারে। যেমন, এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু (১৯৬৩: ২৫) বলেন, '... '।

৩. পার্শ্ব-নির্দেশিকায় নামের সংক্ষিপ্ত রূপ

বাংলা লেখার ক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লেখকের নামের প্রথমাংশ ব্যবহার করতে হবে। যেমন, শওকত আলীর ১৯৮৪ সালের বই থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লিখতে হবে (শওকত ১৯৮৪)। তবে, যদি প্রথমাংশ উপাধিবাচক বা পদবিবাচক হয় কিংবা এমন অংশ হয় যা বহুজন সাধারণ অংশ হিসেবে নামে ব্যবহার করে থাকেন, যেমন কাজী, মোঃ, আবু, আবুল, সৈয়দ, শেখ, শ্রী ইত্যাদি, তাহলে নামের দ্বিতীয় অংশ পার্শ্ব-নির্দেশিকায় ব্যবহার করতে হবে। যেমন, সৈয়দ আলী আহসানের ২০০৪ সালে প্রকাশিত বইয়ের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লিখতে হবে (আলী ২০০৪)। আবুল মনসুর আহমদের ২০০২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে লিখতে হবে (মনসুর ২০০২)।

৪. ভাব-ভাষা আত্তীকরণ (প্যারাফ্রেজিং)

মূল লেখায় ভাব-ভাষা আত্তীকরণের ক্ষেত্রেও উৎস সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতে হবে। কোনো লেখকের লেখা বা ধারণা নিজের ভাষায় নিজের মতো করে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করতে হবে এভাবে: (মনসুর ২০০২: ২০), কিংবা (মনসুর ২০০২: ২৪-৩৪)। এর দ্বারা বোঝাচ্ছে আবুল মনসুর আহমদের ২০০২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ২০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে কিংবা ২৪-৩৪ পৃষ্ঠা থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য, ধারণা বা ভাব গ্রহণ করা হয়েছে। যদি সমগ্র বই থেকে কোনো ধারণা ব্যবহার করা হয়, তবে কেবল বইয়ের প্রকাশ-সাল লিখতে হবে। যেমন, (মনসুর ২০০২)।

৫. বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষার লেখা থেকে উদ্ধৃতি

বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষার লেখা থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম ব্যবহার করে তথ্যসূত্র প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে লেখকের নাম বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ করে এভাবে নির্দেশ করতে হবে: (কফ ১৯৬৯: ২৭)। এর দ্বারা বোঝাচ্ছে, ডেভিড কফের ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ২৭ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য, ধারণা বা ভাব অথবা উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. উদ্ধৃতির ভাষা

ইংরেজি ভাষার রচনা থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি ইংরেজিতে লেখা যাবে। তবে একটি উদ্ধৃতি যেন এক নাগাড়ে ১০০ শব্দের বেশি না হয়। ইংরেজি রচনার উদ্ধৃতি বাংলায় অনুবাদ করে দিলে ভালো। সেক্ষেত্রে উদ্ধৃতির শেষে লিখতে হবে: (অনুবাদ নিজের)। তবে, বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষার উদ্ধৃতি দিতে হলে তা আবশ্যিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করে দিতে হবে। উদ্ধৃতির ফন্ট সাইজ মূল টেক্সট থেকে এক পয়েন্ট কম হবে।

৭. রচনাপঞ্জি

রচনাপঞ্জি প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত হবে এবং বর্ণানুক্রমে সাজাতে হবে। রচনাপঞ্জির ফন্ট সাইজ মূল টেক্সট থেকে দুই পয়েন্ট কম হবে।

উপরের অংশে ব্যবহৃত পার্শ্ব-নির্দেশিকাগুলোর রচনাপঞ্জি হবে নিম্নরূপ:

আলী ২০০৪।। সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

কফ ১৯৬৯।। David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, Berkley and Los Angeles: University of California Press।

বুদ্ধদেব ১৯৬৩।। বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মনসুর ২০০২।। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, দশম সংস্করণ, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল।

শওকত ১৯৮৪।। শওকত আলী, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

উল্লেখ্য, প্রবন্ধের রচনাপঞ্জিতে বাংলা ও ইংরেজি বা অন্য ভাষার রচনার আলাদা করে তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। পার্শ্ব-নির্দেশিকায় যেহেতু ইংরেজি বা অন্য ভাষার নামও বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ করে লেখা হচ্ছে, সেহেতু বর্ণানুক্রমিক তালিকা একসঙ্গেই করতে হবে।

৮. রচনাপঞ্জিতে সংস্করণ ও সালের উল্লেখ

যেসব রচনার পরবর্তী কোনো সংস্করণ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে প্রথম সংস্করণের সাল উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের মাত্রা বোঝানোর জন্য এ ধরনের উল্লেখ জরুরি হয়ে পড়ে।

উদাহরণ: আলী ২০০৪ [১৯৮৩]।। সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

এখানে বোঝাবে, সৈয়দ আলী আহসানের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক বইটির ২০০৪ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রথম সংস্করণের সাল উল্লেখিত না হলেও প্রবন্ধের জন্য ব্যবহৃত সংস্করণের সংস্করণ-সংখ্যা বা মুদ্রণ-সংখ্যা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

৯. একাধিক লেখক

কোনো বই বা লেখার দুই বা তিন জন লেখক হলে দুই বা তিন জনের নামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি নাম 'ও' দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন, বাংলা গদ্যের আদি পর্ব সম্পর্কে একটি প্রণিধানযোগ্য মত হলো, '... ...' (প্রমথনাথ ও বিজিতকুমার ১৯৬০: ১৫)।
রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে:

প্রমথনাথ ও বিজিতকুমার ১৯৬০।। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

মিগনোলো ও ওয়ালশ ২০১৮।। Walter D. Mignolo and Catherine E. Walsh, *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*, Durham, NC, and London: Duke University Press।

১০. তিনের অধিক লেখক

কোনো বই বা লেখার তিনের অধিক লেখক হলে প্রথম লেখকের নামের সঙ্গে 'অন্যান্য' শব্দটি লিখতে হবে; এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করতে হবে। যেমন, (আর্নল্ড ও অন্যান্য ২০২৪: ২৪)।

রচনাপঞ্জিতে সূত্রটি সংযোজিত হবে এভাবে:

আর্নল্ড ও অন্যান্য ২০২৪।। Samuel Arnold, Jason F. Brennan, Richard Yetter Chappell, and Ryan W. Davis, *Questioning Beneficence Four Philosophers on Effective Altruism and Doing Good*, New York: Routledge।

১১. একই পার্শ্ব-নির্দেশিকায় একাধিক সূত্রের উল্লেখ

একসঙ্গে দুই বা ততোধিক লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের বক্তব্যের সারাংশ গ্রহণ করলে, কিংবা কোনো একটি বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন রচনায় আছে এরূপ বোঝাতে চাইলে তথ্যসূত্র লেখার সময় প্রতিটি সূত্রকে সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করতে হবে। যেমন, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণে বাংলা ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় (শিশির ১৯৯৯: ৯৩; মনিরুজ্জামান ১৯৯৪: ৬১)। এ ক্ষেত্রে প্রকাশের দিক থেকে সর্বশেষ

রচনার তথ্য প্রথমে যুক্ত হবে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক থেকে ক্রমশ পুরোনো রচনার তথ্য প্রদান করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নম্বর অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

১২. সম্পাদিত গ্রন্থ

সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়ে থাকলে সহায়ক লেখার লেখক-নামের পাশে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের প্রকাশসাল ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে হবে। প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত রচনাপঞ্জিতে সম্পাদিত গ্রন্থের দরকারি তথ্য প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গবেষক তাঁর প্রবন্ধে সূত্র উল্লেখ করবেন এভাবে (আহসান ২০২১: ৭২); অর্থাৎ ২০২১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে সংকলিত রচনা থেকে আবুল আহসান চৌধুরীর উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে। তাঁর লেখাটি যেহেতু সম্পাদিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু প্রবন্ধের শেষে রচনাপঞ্জিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে:

> আহসান ২০২১।। আবুল আহসান চৌধুরী, 'আবদুল হকের ওদুদচর্চা', *আবদুল হক জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ,* সৈয়দ আজিজুল হক ও মোবারক হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭০-৮৫।

১৩. কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির উদ্ধৃতি

ক. সমগ্র/সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থভুক্ত রচনার ক্ষেত্রে: সমগ্র/সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থভুক্ত রচনার উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধের বিবরণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতির শিরোনাম উল্লেখ করবেন। সংকলনে যদি কাব্য বা গল্পগ্রন্থ বা প্রবন্ধগ্রন্থের নাম উল্লেখিত থাকে, তাহলে গ্রন্থনামও বিবরণের মধ্যে যোগ করবেন। যেমন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল *আক্রান্ত গজল* কাব্যের 'জাতিস্মর' কবিতায় লিখেছেন: '... ...' (হেনা ২০০১: ৭১)। রচনাপঞ্জিতে এ তথ্যের পরিচয় লেখা হবে নিম্নরূপে:

> হেনা ২০০১।। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭১-৭২।

উল্লেখ্য, সংগ্রহ বা সম্পাদিত গ্রন্থের যে অংশে উদ্ধৃত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা অন্য রচনা স্থান পেয়েছে, তার পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

যদি গ্রন্থের নাম সংকলন বা সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা না যায়, তাহলে গ্রন্থনাম বিবরণে না দিলেও চলবে।

অনেক সময় লেখার মধ্যে পরপর অনেকগুলো উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়। বিশেষত কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্পের ক্ষেত্রে। তখন বর্ণনাংশে লেখার নাম ও গ্রন্থনাম দেওয়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লেখার নাম ও গ্রন্থনাম যোগ করতে হবে। গ্রন্থনাম পাওয়া না গেলে শুধু সংশ্লিষ্ট লেখার নাম যোগ করলেই চলবে। যেমন, উপরে উদ্ধৃত 'জাতিস্মর' কবিতার ক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকা হবে এরকম: (হেনা ২০০১: ৭১; 'জাতিস্মর', *আক্রান্ত গজল*)। রচনাপঞ্জির পরিচয় একই রকম থাকবে।

খ. একক কাব্য, গল্প, নাট্য বা প্রবন্ধগ্রন্থভুক্ত রচনার ক্ষেত্রে

একক কোনো কাব্য, গল্প, নাট্য বা প্রবন্ধগ্রন্থের কোনো রচনা থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে লেখার নাম বর্ণনাংশে উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু বইটির পরিচয় রচনাপঞ্জিতে থাকবে, বর্ণাংশে বা পার্শ্ব-নির্দেশিকায় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে বর্ণনাংশে কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলে পার্শ্ব-নির্দেশিকার পাশে আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে সেগুলো উল্লেখ করতে হবে।

উল্লেখ্য, সর্বক্ষেত্রেই লেখাটি যে কয় পৃষ্ঠা জুড়ে বইয়ে আছে, রচনাপঞ্জিতে তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৪. দৈনিক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতকরণ

ক) নামহীন প্রতিবেদন বা লেখার ক্ষেত্রে: ধরা যাক, *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় নামহীনভাবে বা স্টাফ রিপোর্টার বা নিজস্ব প্রতিবেদকের সংবাদ বা প্রতিবেদন হিসেবে, প্রকাশিত কোনো রচনা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে হবে। তখন পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: (অনামা ২০১০: ৩)। অর্থাৎ নামহীন একটি প্রতিবেদন *ইত্তেফাক*-এ ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে রচনাপঞ্জিতে [কাল্পনিক] এ উদ্ধৃতিটির পরিচয় লিখতে হবে এভাবে:

> অনামা ২০১০।। 'যৌতুকের বিরুদ্ধে অভিযান', *দৈনিক ইত্তেফাক,* রাহাত খান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০শে জানুয়ারি।

খ. নামযুক্ত সংবাদ বা কলাম বা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে: ধরা যাক, আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রতিবেদনটি আবুল কাসেমের। সেক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: (কাসেম ২০১০: ৩)। রচনাপঞ্জিতে তালিকাভুক্তি হবে নিম্নরূপ:

> কাসেম ২০১০।। আবুল কাসেম, 'যৌতুকের বিরুদ্ধে অভিযান', *দৈনিক ইত্তেফাক*, রাহাত খান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০শে জানুয়ারি।

১৫. সাময়িকপত্র কিংবা জার্নাল থেকে গৃহীত লেখার সূত্র

সাময়িকপত্র কিংবা জার্নাল থেকে কোনো উদ্ধৃতি গৃহীত হলে লেখক-নামের পাশে জার্নাল বা সাময়িকীর প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বার লিখতে হবে। যেমন, (আলী ১৯৯২: ২০)। এ উদ্ধৃতির পরিচয় রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে :

> আলী ১৯৯২।। সৈয়দ আলী আহসান, 'বিদ্যাপতি', *সাহিত্য পত্রিকা*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১-২৯।

উল্লেখ্য, কোনো বই বা পত্রিকার অন্তর্গত কয়েক পৃষ্ঠাজুড়ে ছাপা হওয়া যেকোনো লেখা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে লেখাটি বই বা পত্রিকার কত পৃষ্ঠা থেকে কত পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে, তার উল্লেখ আবশ্যক।

১৬. দ্বৈতীয়িক উৎসজাত তথ্য

দ্বৈতীয়িক উৎসজাত তথ্য ব্যবহার না করাই ভালো। বিশেষত, যদি দুষ্প্রাপ্য না হয়, তাহলে কোনো উৎসের তথ্য অন্য উৎস থেকে না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি উদ্ধৃত করতেই হয়, তাহলে উদ্ধৃতি উপস্থাপনের সময় সম্ভবপর ক্ষেত্রে মূল লেখকের (অর্থাৎ যে লেখকের বক্তব্য) নাম উল্লেখ করে আরম্ভ করতে হবে। যেমন, সংস্কৃত-বাংলা অভিধান-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য হলধর ন্যায়রত্নের অভিধানের (১২৪৬ বঙ্গাব্দ) ভূমিকা পাঠ করা যেতে পারে:

> Sometime ago a dictionary was printed in which all the Persian and Arabic words which have entered into the Bengali language were carefully pointed out, so as to assist learners in finding out at once what foreign words have been admitted into it; for of this many have not a perfect knowledge. Under the idea that a dictionary would be found useful in which all the Sungskrit words which are useful in the Bengalee language are pointed out, I have now undertaken this work. (উদ্ধৃত, সরস্বতী ২০০০: ১৫৯)

এর দ্বারা বোঝাবে, হলধর ন্যায়রত্নের বক্তব্যটি গৃহীত হয়েছে সরস্বতী মিশ্রের ২০০০ সালে প্রকাশিত *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ* বইয়ের ১৫৯ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে। রচনাপঞ্জিতে সরস্বতী মিশ্রের এ বইয়ের পরিচয় যথারীতি সংযুক্ত করতে হবে।

১৭. অনূদিত রচনা

অনূদিত লেখার ক্ষেত্রে মূল লেখকের নাম, অনুবাদগ্রন্থের প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর দিতে হবে। যেমন, (মার্কেস ২০০০: ৭২)। রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে:

> মার্কেস ২০০০।। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*, জি এইচ হাবীব অনূদিত, ঢাকা: বাতিঘর।

১৮. ফ্ল্যাপ, ব্লার্ব বা শেষ প্রচ্ছদের তথ্য

অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের ফ্ল্যাপ বা ব্লার্ব বা শেষ প্রচ্ছদে পরিবেশিত তথ্য বা বক্তব্য গ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের উদ্ধৃতি বা তথ্য যুক্ত করতে চাইলে মূল পাঠে গবেষক তা বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করবেন। অর্থাৎ লেখার সময়েই উল্লেখ করবেন যে, তথ্য বা বক্তব্যটি ফ্ল্যাপ বা ব্লার্ব থেকে নেওয়া। তথ্যসূত্র লেখার সময় খেয়াল রাখবেন ফ্ল্যাপ/ব্লার্বের লেখাটি কেউ স্বনামে লিখেছেন কি না; লিখলে গবেষক তা বিবরণে উল্লেখ করবেন। অনামা লিখিত হলে তাও উল্লেখ করবেন। রচনাপঞ্জিতে স্পষ্ট করবেন কোন লেখকের কোন বইয়ের ফ্ল্যাপ থেকে তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাপ-লেখকের নাম না থাকলে পার্শ্ব-নির্দেশিকা লিখবেন এভাবে: (অনামা-প্রকাশসাল: ফ্ল্যাপ ১/২)। ফ্ল্যাপের লেখা স্বনামে প্রকাশিত হলে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লেখা হবে: (ফ্ল্যাপ লেখকের নাম-প্রকাশকাল: ফ্ল্যাপ ১/২)। রচনাপঞ্জিতে বিস্তারিত প্রকাশনা-বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। যেমন, মোমেন চৌধুরীর *বিষয়-বৈচিত্র্যে ফোকলোর* বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপে বেনামে কিছু কথা লেখা আছে। একজন গবেষক যদি সেখানে থেকে কোনো উদ্ধৃতি বা বক্তব্য বা তথ্য পরিবেশন করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: 'অনামা ২০০৮: ফ্ল্যাপ ২'। রচনাপঞ্জিতে থাকবে বইটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

১৯. সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ

প্রবন্ধে কোনো লেখকের/ব্যক্তির মুদ্রিত সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সূত্র উল্লেখ করতে হবে এভাবে: (দীপেশ ২০২৩: ২৩০); অর্থাৎ ২০২৩ সালে দীপেশ চক্রবর্তীর সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছে। রচনাপঞ্জিতে সাক্ষাৎকারগ্রন্থের অথবা যে প্রকাশনায় সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম যুক্ত থাকলে বিবরণে অবশ্যই তা যুক্ত করতে হবে।
রচনাপঞ্জিতে এ পার্শ্ব-নির্দেশিকার বিবরণ হবে এরূপ:

দীপেশ ২০২৩।। দীপেশ চক্রবর্তী, 'পুঁজি, মানুষ, প্রাণ ও গ্রহ চিন্তার আবর্তনে আমাদের সময়', সারোয়ার তুষার গৃহীত সাক্ষাৎকার, *চিন্তার অর্কেস্ট্রা*, সারোয়ার তুষার, ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশন, পৃ. ২২৪-২৪৩।

কোনো সাক্ষাৎকার যদি অমুদ্রিত হয় বা ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভিত্তিতে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়, তাহলে লিখতে হবে এভাবে: (দীপেশ ২০২৩)। রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে:

দীপেশ ২০২৩।। দীপেশ চক্রবর্তী, সারোয়ার তুষার গৃহীত সাক্ষাৎকার/সারোয়ার তুষারের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, অমুদ্রিত/রেকর্ডকৃত। [সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যম, যেমন, সরাসরি, টেলিফোন কিংবা ই-মেইল ইত্যাদি এবং তারিখের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের তথ্য প্রবন্ধের বর্ণনাংশে দিয়ে দেওয়াই ভালো।]

উল্লেখ্য, খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এ ধরনের উৎস ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ, এর সত্যতা প্রমাণ করা দুরূহ। তবে রেকর্ডকৃত থাকলে প্রামাণিকতা বাড়বে।

২০. আনুষ্ঠানিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি এমন থিসিস ও মাঠকর্মভিত্তিক প্রতিবেদন (ফিল্ড নোট)

কোনো গবেষণা-সন্দর্ভ বা মাঠকর্মভিত্তিক প্রতিবেদন যেকোনো আঙ্গিকে প্রকাশিত হলে তার উদ্ধৃতকরণ প্রক্রিয়া হবে বই বা প্রবন্ধের মতো। তবে এ ধরনের রচনা অপ্রকাশিত থাকলেও তা উদ্ধৃত করা যাবে।

ধরা যাক, জনৈক এনামুল করিম ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা'। থিসিসটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরিতে রক্ষিত আছে। এ থিসিসের ১০১ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাইলে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: (এনামুল ১৯৮৮: ১০১)। রচনাপঞ্জিতে লেখা হবে:

এনামুল ১৯৮৮।। এনামুল করিম, 'রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা', অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাঠকর্মভিত্তিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও উদ্ধৃতি-প্রদানের প্রক্রিয়া অনুরূপ হবে।

তবে মাঠকর্মভিত্তিক প্রতিবেদন যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত না থাকে, তার প্রামাণিকতা কমবে। প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগতভাবে করা এবং সংরক্ষিত প্রতিবেদনও উদ্ধৃত করা যাবে। সেক্ষেত্রে এর রেফারেন্স-পদ্ধতি হবে অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার বা ব্যক্তিগত আলাপচারিতার অনুরূপ। (উপরের ১৯ নম্বর দ্রষ্টব্য)

২১. একই সালে একজন লেখকের একাধিক লেখা

একজন লেখকের একই সালে প্রকাশিত দুই বা ততোধিক রচনা যদি ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে শনাক্ত করার সুবিধার্থে সালের সাথে ক, খ, গ ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যসূচক বর্ণ যোগ করতে হবে। যেমন: চিনুয়া আচিবের দুটি লেখা ১৯৬৩-তে বেরিয়েছে--একটি উপন্যাস, অন্যটি প্রবন্ধ। একটি প্রবন্ধে যদি দুটিই ব্যবহৃত হয়, তাহলে পার্শ্ব-নির্দেশিকা লিখতে হবে এভাবে: (আচিবে ১৯৫৮ক: ৩); (১৯৫৮খ: ২৫)। রচনাপঞ্জিতে নিম্নরূপে প্রাসঙ্গিক বিবরণ যুক্ত করতে হবে:

আচিবে ১৯৫৮ক।। Chinua Achebe, 'Eminent Nigerians of the 19th Century', Lagos: *Radio Times*, January।

আচিবে ১৯৫৮খ।। Chinua Achebe, *Things Fall Apart*, London: Heinemann।

২২. একজন লেখকের একাধিক বই পরপর ব্যবহৃত হলে

একজন লেখকের একাধিক বইয়ের ভাববস্তু পরপর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রথমে লেখকনাম এবং পরে পৃষ্ঠা নম্বরসহ প্রকাশসাল কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন: (বুদ্ধদেব বসু ১৯৬১: ৩০; ১৯৬৬: ৫৭; ১৯৮১: ৮৭)।

২৩. কোনো গবেষণায় লেখকনাম না থাকলে

কোনো প্রকাশনায় লেখকনাম না থাকলে লেখকনামের স্থলে 'অনামা' কথাটা ব্যবহার করতে হবে। যেমন, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*-এর কোনো লেখকনাম নেই। ২০১০ সালে এটি প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এ নথি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে চাইলে বর্ণনাংশে প্রকাশনাটির প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে দেওয়া ভালো। যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, '... ...'। পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: (অনামা ২০১০: ২৫)। রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে:

> অনামা ২০১০।। *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

উল্লেখ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত লেখকনামহীন দুটি রচনার প্রকাশসাল একই হলে সালের পাশে ক, খ ইত্যাদি লিখে আলাদা করতে হবে।

২৪. ফটোগ্রাফ/ভাস্কর্য/চিত্রকলার উল্লেখ

লেখায় ফটোগ্রাফ/চিত্রকলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলে সেগুলোর ছবির নিচে শিল্পীর নাম ও ছবির নাম লিখতে হবে। যেমন, *Fig. 4.* Francisco de Goya. (1820-1823). *Saturn Devouring One of his Sons.* তবে, ছবির নিচে বাংলায়ও নাম লেখা যেতে পারে এবং ছবির বিস্তারিত পরিচয় না লিখে কেবল পার্শ্ব-নির্দেশিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে শিল্পীর নাম ও শিল্পসৃষ্টির সাল। যেমন, (গয়া ১৮২০-১৮২৩)। এর মাধ্যমে বোঝাবে গয়ার ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। রচনাপঞ্জিতে গ্যালারি বা মিউজিয়ামের নাম ও স্থাননাম যুক্ত হবে:

> গয়া ১৮২০-১৮২৩।। F. Goya, *Saturn Devouring One of his Sons,* [mural painting transferred to canvas], Madrid: Museo del Prado।

প্রবন্ধে ৫-এর অধিক ফটোগ্রাফ/ভাস্কর্য/চিত্রকলার ছবি ব্যবহৃত হলে স্বতন্ত্র চিত্র-তালিকা যুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য, শিল্পীর কোনো অ্যালবাম বা চিত্রসংকলন থেকে চিত্র/ছবি গৃহীত হলে লেখক হিসেবে শিল্পীর নাম ব্যবহৃত হবে। তদনুযায়ী পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জি সংযোজিত হবে।

২৫. পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি

পুরোনো হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সাধারণত অনন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এর একটি কপিই কোথাও সংরক্ষিত থাকে। এসব নথির সাল-তারিখ ও লেখকনাম নাও থাকতে পারে। এ কারণেই পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করতে হলে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে পাণ্ডুলিপিটিকে নির্দিষ্ট করতে হয়।

যদি কোনো পাণ্ডুলিপির লেখক ও সাল নির্দিষ্ট করা যায়, তাহলে রচনাপঞ্জিতে তথ্য-সন্নিবেশ করতে হবে এভাবে:

> লেখকনাম, পাণ্ডুলিপির নাম, পাণ্ডুলিপি নম্বর/বক্স নম্বর, সংগ্রাহকের নাম (যদি থাকে), স্থাননাম: সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান।

লেখকের নাম শনাক্ত করা না গেলে যথারীতি 'অনামা' ব্যবহার করতে হবে। সাল শনাক্ত করা না গেলে '?' চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

২৬. উদ্ধৃতিতে নিজস্ব ব্যাখ্যা

উদ্ধৃতি উপস্থাপনের সময় যদি কোনো কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে, লেখক সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক শব্দ/বাক্যাংশের পাশে তৃতীয় বন্ধনীতে ব্যাখ্যা, বক্তব্য যুক্ত করবেন। ধরা যাক, কোনো উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য বা প্রসঙ্গে ভুল বোঝার অবকাশ আছে। গবেষক সেক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে ব্যাখ্যাসূচক শব্দ বা বাক্য যুক্ত করতে পারবেন। যেমন, একটি উদ্ধৃতিতে আছে, 'যে-ধরনের সংগঠন তারা তৈরি করেছিল, তেমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব এখানে দেখা যায় না'। প্রশ্ন জাগতে পারে, 'এখানে' বলতে কোন স্থানের কথা বোঝানো হচ্ছে? এ দ্বিধা নিরসনের লক্ষ্যে উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিক অংশে ব্যাখ্যা যুক্ত করে এভাবে লেখা যায়, 'যে-ধরনের সংগঠন তারা তৈরি করেছিল, তেমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব এখানে [বাংলায়] দেখা যায় না'। অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলের প্রসঙ্গেই কথাটা বলা হয়েছে।

বাক্যের কোনো অংশ বাদ দিয়ে যদি উদ্ধৃত করতে হয়, তাহলে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর তিনটি ডট দিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে। যেমন, উপরের উদাহরণে কোনো কারণে 'কিছুরই' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে লিখতে হবে এভাবে: 'যে-ধরনের সংগঠন তারা তৈরি করেছিল, তেমন কোনো [...] অস্তিত্ব এখানে [বাংলায়] দেখা যায় না'।

তিন. অনলাইন উৎস থেকে তথ্য কিংবা উদ্ধৃতি ব্যবহার

১. ওয়েবসাইট

অনলাইন উৎস, বিশেষ করে ওয়েবসাইট থেকে তথ্য কিংবা উদ্ধৃতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা জরুরি: ১. লেখক বা সংস্থার নাম; ২. প্রকাশনার তারিখ; ৩. পৃষ্ঠা বা আর্টিকেলের শিরোনাম; ৪. ওয়েবসাইট বা ব্লগের নাম; ৫. ওয়েব ঠিকানা বা URL; ৬. তথ্য সংগ্রহের তারিখ।

উদাহরণ:

> লেখক: পায়েল সামন্ত; প্রকাশনার তারিখ: ৭ই মার্চ, ২০১৮; পৃষ্ঠার শিরোনাম: 'উধাও হচ্ছে বাংলার লোকশিল্প?'; ওয়েবসাইটের নাম: ডিডাব্লিউ; URL: https://tinyurl.com/ym3xrz65।

ধরা যাক, উপরের সূত্র থেকে এ তথ্যটি উদ্ধৃত করা হলো: '১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর প্রদর্শনশালাটির উদ্বোধন করেছিলেন'। এক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকা দিতে হবে এভাবে: (পায়েল ২০১৮)।

রচনাপঞ্জি হবে এরকম:

> পায়েল ২০১৮।। পায়েল সামন্ত, 'উধাও হচ্ছে বাংলার লোকশিল্প?', ৭ই মার্চ, *ডিডাব্লিউ*, https://tinyurl.com/ym3xrz65, প্রবেশ: ১৪ই অক্টোবর, ২০২৫।

ওয়েবসাইটে যদি কোনো নির্দিষ্ট লেখক না থাকে, তারিখ না থাকে কিংবা, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানই যখন লেখক হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্ন শৈলী অবলম্বন করতে হবে। যেমন,

> লেখক: শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রকাশনার সাল ও তারিখ; [সাল না থাকলে 'সালবিহীন' কথাটা ব্যবহার করতে হবে]; পৃষ্ঠার শিরোনাম: নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা; ওয়েবসাইটের নাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয়; URL: http://moe.gov.bd/new-education-policy/।

এক্ষেত্রে পার্শ্ব-নির্দেশিকা হবে এরকম: (শিক্ষা সালবিহীন)।

রচনাপঞ্জি লিখতে হবে এভাবে: শিক্ষা সালবিহীন।। *শিক্ষা মন্ত্রণালয়,* 'নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা,' *শিক্ষা মন্ত্রণালয়,* http://moe.gov.bd/new-education-policy/, প্রবেশ: ১০ই মে, ২০২২।

২. ব্লগ-পোস্ট থেকে উদ্ধৃতি

ব্লগ-পোস্ট থেকে উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রেও শৈলী একই রকম হবে।

উদাহরণ:

> লেখক: ড. রোকসানা রহমান; প্রকাশনার তারিখ: ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩; আর্টিকেলের শিরোনাম: 'জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব'; ব্লগের নাম: *পরিবেশ ভাবনা,* URL: https://poribesh-bhabna.blog/local-climate-impacts/।

এক্ষেত্রে পার্শ্ব-**নির্দেশিকা** হবে এরকম: 'স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর প্রভাব দেখা যাচ্ছে' (রোকসানা ২০২৩)।

রচনাপঞ্জি হবে এভাবে: রোকসানা ২০২৩।। রোকসানা রহমান, 'জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব' *পরিবেশ ভাবনা,* ২৫শে সেপ্টেম্বর, https://poribesh-bhabna.blog/local-climate-impacts/, (প্রবেশ: নভেম্বর ২১, ২০২৫)।

উল্লেখ্য, যেকোনো ক্ষেত্রে নামের শুরুতে ড., অধ্যাপক ইত্যাদি উপাধিসূচক শব্দ পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জিতে পরিহার করতে হবে।

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

অনলাইন উৎসের মধ্যে ফেসবুক, টুইটার (বর্তমানে X), ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো সামাজিক গণমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ প্রকৃতি এবং তথ্যের বিন্যাস অনুযায়ী পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জি লিখতে হবে। যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টের উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য এ তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে: লেখক (বা গ্রুপ), ব্যবহারকারীর হ্যান্ডেল/ইউজারনেম, প্রকাশের তারিখ, পোস্টের প্রথম ৫/৬টি শব্দ (শিরোনাম হিসেবে), পোস্টের ধরন এবং URL। নিচে বহুল ব্যবহৃত কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য উদ্ধৃতি ব্যবহারের নমুনা দেওয়া হলো:

ক. ফেসবুক পোস্ট থেকে উদ্ধৃতি: ফেসবুক পোস্টে সাধারণত প্রকাশনার নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি না থাকে তবে সংস্থার নাম লেখক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (গ্রীন ২০২৪)।

রচনাপঞ্জি: গ্রীন ২০২৪।। গ্রীন ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন, 'আজ আমরা উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম' [স্ট্যাটাস ও ছবি], *ফেসবুক*, ৫ই অক্টোবর, https://www.facebook.com/GreenWorldFoundation/posts/10158888888888888, প্রবেশ: ২০শে নভেম্বর, ২০২৪।

খ. এক্স/টুইটার পোস্ট থেকে উদ্ধৃতি: টুইটের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর হ্যান্ডেল (Username) উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। যেমন:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (নিহা ২০২৪)।

রচনাপঞ্জি: নিহা ২০২৪।। নিহা [@DrNihaScience], 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।' [টুইট], X, ২০শে সেপ্টেম্বর, https://twitter.com/DrNihaScience/status/1704532100000000000, প্রবেশ: ২০শে নভেম্বর ২০২৪।

গ. ইনস্টাগ্রাম পোস্ট থেকে উদ্ধৃতি: ইনস্টাগ্রাম পোস্টগুলি সাধারণত ছবি বা ভিডিও-নির্ভর হয়, তাই পোস্টের ধরনে সেটি উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণ:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (নুর ২০২৪)।

রচনাপঞ্জি: নুর ২০২৪।। নুর আক্তার, [@noorbanglafood], 'আমাদের নতুন রেসিপি 'সুজির হালুয়া' খুব সহজে তৈরি করার পদ্ধতি এই পোস্টে দেখুন' [ছবি], ইনস্টাগ্রাম, ৪ঠা মার্চ, https://www.instagram.com/p/BsRD-FBB8HI/?utm_source=ig_web_copy_link, প্রবেশ: ১২ই নভেম্বর ২০২৫।

ঘ. লিংকডইন পোস্টের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি: লিংকডইন পোস্টগুলো পেশাগত বা ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটে উদ্ধৃত করা হয়। এর পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জির শৈলী হবে নিম্নরূপ:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (অরিজিৎ ২০২৩)।

রচনাপঞ্জি: অরিজিৎ ২০২৩।। অরিজিৎ রায় ২০২৩, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কীভাবে বাংলাদেশের এসএমই সেক্টরে পরিবর্তন আনতে পারে সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা' [পোস্ট]। লিংকডইন। ১লা আগস্ট, https://www.linkedin.com/posts/arijitroy_ai-sme-bangladesh-activity-7092100000000000000, প্রবেশ: ১২ই নভেম্বর ২০২৫।

ঙ. ইউটিউব থেকে উদ্ধৃতি: ইউটিউবের ক্ষেত্রে বক্তা বা কনটেন্টের নির্মাতা লেখক হিসেবে বিবেচিত হবেন। যেমন, ১৪ই আগস্ট ২০১৪ তারিখে আপলোডকৃত সলিমুল্লাহ খানের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য পার্শ্ব-নির্দেশিকায় লিখতে হবে: (সলিমুল্লাহ ২০১৪)।

রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে: সলিমুল্লাহ ২০১৪।। সলিমুল্লাহ খান, 'বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে', *Salimullah Khan*, ১৪ই আগস্ট, https://youtu.be/PGrXspBKRKs, প্রবেশ: ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫।

বক্তা বা কনটেন্ট-নির্মাতাকে নির্দিষ্ট করা না গেলে আপলোডকারী চ্যানেলের নাম লেখক হিসেবে গণ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে তথ্যনির্দেশ করতে হবে এভাবে:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (ইতিহাস ২০২৪)।

রচনাপঞ্জি: ইতিহাস ২০২৪।। *ইতিহাস সন্ধানে*, 'প্রাচীন বাংলার হারিয়ে যাওয়া মন্দির' [ভিডিও], *ইউটিউব*, ১২ই জানুয়ারি, https://www.youtube.com/watch?v=AbCdEfGhIjK, প্রবেশ: ১২ই জুলাই ২০২৫।

উল্লেখ্য, অনলাইন বা অন্য কোনো উৎস থেকে যেকোনো ধরনের ভিডিও ব্যবহৃত হলে ব্যবহৃত অংশের সময়কাল নির্দেশ করে দেওয়া উচিত।

চ. ই-বুক (e-Book) থেকে উদ্ধৃতি: ই-বুক থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম মূলত প্রচলিত মুদ্রিত বই থেকে উদ্ধৃতির নিয়মের মতোই। তবে, এটি যেহেতু একটি ডিজিটাল উপাদান, তাই কিছু অতিরিক্ত তথ্য, যেমন ই-বুকের ধরন (Kindle, PDF, EPUB) বা URL/DOI যুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি ই-বুকটির একটি DOI (Digital Object Identifier) থাকে, তবে সেটি URL-এর চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। যদি DOI বা URL কিছুই না থাকে, তবে একে একটি মুদ্রিত বই হিসেবে গণ্য করে পরিচিতি লিখতে হবে। উদাহরণ:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (আবদুর ২০২১: ৭)।

রচনাপঞ্জি: আবদুর ২০২১।। আবদুর রহমান, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য ভবন, https://doi.org/10.1234/5678।

যদি ই-বুকে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া না থাকে, তাহলে সরাসরি উদ্ধৃতির জন্য পার্শ্ব-নির্দেশিকার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ নম্বর বা অধ্যায় নম্বর ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, (আবদুর ২০২১: অনুচ্ছেদ ৭) কিংবা, (আবদুর ২০১৮: অধ্যায় ৩)।

ছ. অনলাইন গবেষণা-প্রবন্ধ: গবেষণা-প্রবন্ধ সাধারণত জার্নালের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। এ ধরনের উৎসের জন্য DOI এবং জার্নালের ভলিউম/ইস্যু নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, *সমাজ ও উন্নয়ন গবেষণা* পত্রিকার অনলাইন মুদ্রণ থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হলো। সেক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হবে নিম্নরূপ:

পার্শ্ব-নির্দেশিকার ক্ষেত্রে: (রহমান ও খান ২০২৩: ৪৮)।

রচনাপঞ্জি: যদি DOI নম্বর থাকে,

রহমান ও খান ২০২৩।। রহমান আনিস ও খান বাহাদুর, 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার', *সমাজ ও উন্নয়ন গবেষণা*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, পৃ. ৪৫–৬০, https://doi.org/10.1234/5678।

যদি DOI নম্বর না থাকে, কেবল URL থাকে, সেক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হবে নিম্নরূপ:

রহমান ও খান ২০২৩।। রহমান আনিস ও খান বাহাদুর, 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার', *সমাজ ও উন্নয়ন গবেষণা*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, পৃ. ৪৫–৬০, https://somaj-oreshona.org/journals/ article/11-3/anis।

অনলাইন উৎসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়

বিশ্বাসযোগ্যতা: অনলাইন উৎস নির্বাচনের সময় তার বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই যাচাই করা উচিত। গবেষণামূলক কাজে উইকিপিডিয়া বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত ব্লগ ব্যবহার না করাই ভালো।

সরাসরি উদ্ধৃতি: যদি অনলাইন উৎস থেকে কোনো লেখকের কথা হুবহু তুলে ধরা হয়, তবে উদ্ধৃতির শেষে পার্শ্ব-নির্দেশিকায় পৃষ্ঠা নম্বর (যদি পাওয়া যায়) বা অনুচ্ছেদ নম্বর (যদি সম্ভব হয়) যুক্ত করতে পারেন। যেমন, (আহমেদ ২০২৪: পৃ. ৩/অনুচ্ছেদ ২)।

৪. ভিজ্যুয়াল উপাদান

ভিজ্যুয়াল উপাদান, যেমন সিনেমা, ডকুমেন্টারি, ছবি, শিল্পকর্ম বা অন্যান্য ভিডিও থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম অন্যান্য অনলাইন উৎস থেকে কিছুটা আলাদা। নিচে এরকম কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

ক. সিনেমা থেকে উদ্ধৃতি: চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পরিচালক লেখক হিসেবে গণ্য হন। এর পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জি লিখতে হবে নিম্নরূপে:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (জুন-হো ২০১৯)।

চলচ্চিত্রের একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য বা সময়ের উল্লেখ করতে হলে: (জুন-হো ২০১৯: ০১:১৫:২০-০১:১৬:১০)।

সিনেমাটি যদি কোনো সাইট থেকে নেওয়া হয়, তাহলে ওই সাইটের ঠিকানা এবং প্রবেশের তারিখ যথারীতি রচনাপঞ্জিতে উল্লেখ করতে হবে।

রচনাপঞ্জি: জুন-হো ২০১৯।। বং জুন-হো, *প্যারাসাইট*, সিউল: সিজে এন্টারটেইনমেন্ট, https://www.netflix.com/title/81221938, প্রবেশ: ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬।

উল্লেখ্য, প্রবন্ধের বর্ণনাংশে উদ্ধৃত অংশটি সম্পর্কে পরিচয় দিয়ে নেওয়া ভালো। যেমন, উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে এটা যে সিনেমা এবং বং জুন-হো এর পরিচালক, সে তথ্য বর্ণনায় উপস্থিত থাকলে পাঠকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে সুবিধা হয়।

টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠান কিংবা ওয়েব সিরিজ থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হবে।

খ. অনলাইন ছবি, গ্রাফিক্স বা শিল্পকর্মের উদ্ধৃতি: ওয়েবসাইটে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত কোনো ছবি, গ্রাফিক্স বা শিল্পকর্মের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হবে:

পার্শ্ব-নির্দেশিকা: (পবন ২০২২)।

রচনাপঞ্জি: পবন ২০২২।। পবন দাস, 'বর্ষার দুপুর' [ফটোগ্রাফ], *পিয়াল দাস*, ১০ই মার্চ, https://piyaldas.com/photography/barshar-dupurer-chobi/, প্রবেশ: ১২ই নভেম্বর, ২০২৫।

চার. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবেচনা

১. এআই পলিসি

এআই দিয়ে রচিত/অনূদিত [সম্পূর্ণ বা আংশিক] রচনা গবেষণাকর্ম হিসেবে গৃহীত হবে না। তবে উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বা বৈজ্ঞানিক ডায়াগ্রাম/ফিগার/ধারণাগত মডেল প্রকাশের ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয়কে চিত্রে মূর্তায়ন করতে হলে এআই-এর ব্যবহার হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বিষয়টির/প্রক্রিয়াটির উল্লেখ থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, বানান-সংশোধন, রেফারেন্স যাচাই ইত্যাদি কাজে এআই ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. টীকা

পার্শ্ব-নির্দেশিকা ও রচনাপঞ্জি অবলম্বন করে গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য এ রেফারেন্স-শৈলী প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কারণে এ শৈলীতে অতিরিক্ত টীকা-নির্ভরতাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টীকা সংযোজন করা যাবে। সাধারণভাবে প্রবন্ধের বর্ণনাধারার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অথচ পাঠকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি, এমন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা পরিচয় টীকায় দেওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট স্থানে ১, ২ ইত্যাদি অধিসংখ্যা ব্যবহার করে টীকার স্থান নির্দেশ করতে হবে। প্রবন্ধের শেষে এবং রচনাপঞ্জির আগে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার পাশে টীকা লিখতে হবে। টীকায়ও পার্শ্ব-নির্দেশিকা থাকতে পারে। রচনাপঞ্জিতে সেগুলোও যথারীতি নির্দেশ করতে হবে।

৩. বিরামচিহ্নের ব্যবহার

বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ব্যবহারের সাধারণ রীতিপদ্ধতিই এ রেফারেন্স-শৈলীতে অনুসৃত হবে। তবে কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা প্রয়োজন। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হবে। উদ্ধৃতির ভেতর উদ্ধৃতিচিহ্ন থাকলে সেখানেও একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন, 'আমাদের নতুন রেসিপি 'সুজির হালুয়া' খুব সহজে তৈরি করার পদ্ধতি এই পোস্টে দেখুন'। তবে মূল রচনায় যদি দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন থাকে, তাহলে তা পরিবর্তন করা যাবে না। দাঁড়ি বা কমা উদ্ধৃতিচিহ্নের পরে ব্যবহার করতে হবে, যেমনটি এ রেফারেন্স-শৈলীতে করা হয়েছে। রচনাপঞ্জিতে প্রথমে ব্যবহৃত হবে দ্বৈত দাঁড়ি। পরে সবগুলো কমা এবং সবশেষে দাঁড়ি।

৪. বাঁকা হরফ (italic), জোরারোপ (emphasis) ও উদ্ধৃতি-চিহ্ন

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাঁকা হরফ ব্যবহার করতে হবে। গ্রন্থনাম, পত্রিকা, সিনেমার নাম, ওয়েবসাইট ইত্যাদি বাঁকা হরফে চিহ্নিত করা বিধেয়। গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতার নাম একক উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়া ভিন্ন ভাষার কোনো শব্দ, বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কোনো নাম বা পরিভাষা, আঞ্চলিক শব্দ, অপ্রমিত শব্দ ইত্যাদিও বাঁকা হরফে রাখা যেতে পারে। উদ্ধৃতির কোনো অংশের বিশেষ গুরুত্ব বোঝাতে বাঁকা হরফ ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে শেষে লিখে দিবে হবে: (জোরারোপ নিজের) বা (বাঁকা হরফ নিজের)। উল্লেখ্য, মূল উদ্ধৃতিতে বাঁকা হরফ থাকলে তা সেভাবেই থাকবে। শেষে লিখে দিতে হবে: (জোরারোপ মূল লেখকের) বা (বাঁকা হরফ মূল লেখকের)।

৫. বানানরীতি

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যেকোনো পত্রিকায় বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি তথা অভিধানে ব্যবহৃত বানান ব্যবহার করতে হবে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বানানরীতিতে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। যদি কোনো কারণে তা করতে হয়, তাহলে তৃতীয় বন্ধনীতে নির্দেশ করে দিতে হবে।

৬. বঙ্গাব্দের উল্লেখ

রচনার প্রকাশ-সাল বা অন্য কোনো কারণে বঙ্গাব্দের উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই সালের পরে 'বঙ্গাব্দ' শব্দটি লিখতে হবে। উল্লেখ্য, প্রচলিত রোমান ক্যালেন্ডার ছাড়া অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রতিবর্ণীকরণ

বাংলা বর্ণনার মধ্যে ইংরেজিসহ অপরাপর ভাষার শব্দ লিখতে হলে বাংলায় **প্রতিবর্ণীকরণ** করে লিখতে হবে। অতি জরুরি অনুভূত হলে প্রথম বন্ধনীতে ইংরেজি প্রতিশব্দ লেখা যেতে পারে।